The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

প্রাচীন সাহিত্যে কাব্যে উপেক্ষিত নারী চরিত্র

Anjana Hembrom
Former Student, Dept. of Bengali, Burdwan University, West Bengal, India
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400027*

Abstract

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা তাঁর অনুভূতি নির্ভর রচনাগুলির মধ্যে বর্তমান। তাঁর অধিকাংশ রচনাই বিষয়ী প্রধান। বাংলা সাহিত্যে 'কাব্যে উপেক্ষিতা' একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ। কবি প্রাচীন মহাকাব্যের আড়ালে থাকা নারী চরিত্র গুলোর প্রতি কবির উপেক্ষাকে তুলে ধরেছেন। এই চরিত্রগুলো ত্যাগের প্রতিমূর্তি হলেও মূল ধারার কাহিনীতে প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি, যা নারীর প্রতি সামাজিক অবহেলা ও ত্যাগের দিকটিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমে উপেক্ষিতাদের অন্যতম হিসাবে রামায়ন মহাকাব্যের চরিত্র লক্ষণের ঊর্মিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঊর্মিলাকে প্রথমে দেখা গেছে বিদেহনগরীর বিবাহ সভায়, তারপর মহাকাব্যের মহাকোলাহলে হারিয়ে গিয়েছে। শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার দুই প্রিয় সখী নিজেদের উৎসর্গ করে দিয়েছিল শকুন্তলার সুখের জন্য। দুষ্মন্ত - শকুন্তলার প্রেম পর্বে এই দুই সঙ্গীর ভূমিকা এতই অধিক ছিল যে পরবর্তীকালে রাজা দুষ্মন্ত তাঁর রাজসভায় শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি, তাঁর কারণ অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা সেই সভায় অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু এর পরবর্তীকালে শকুন্তলার পিতৃগৃহে গমনের পর আর এই দুই সখীকে কাব্যে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যে আর একটি উপেক্ষিতা নারী 'কাদম্বরী' কাব্যের পত্রলেখা। এই কাব্যের পত্রলেখা আমাদের কাছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত। তাই রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে এর কাহিনী অংশ বিবৃত করে পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি যে অবমাননা করা হয়েছে তার হৃদয়াত্মক বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্যবোধ থেকে এই অবহেলিত চরিত্র গুলোর প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং তাদের ম্লানমুখী বলে বর্ণনা করে তাদের অধিকারের কথা বলেছেন।

Keywords: *অনাদৃতা, পরিত্যক্তা, ত্রেতাযুগ, নির্বাক, তপস্বীনি, উপেক্ষিত*

ভূমিকা

বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্ন নাটক, কাব্য, উপন্যাস পড়তে গিয়ে বিভিন্ন নারী চরিত্র আমরা পেয়ে থাকি। সেখানে ঐতিহাসিক, মনস্তাত্বিক, সামাজিক দিক থেকে কিছু উপেক্ষিত নারী চরিত্র পাই, যাদের সম্বন্ধে হাতে গোনা কিছু কবির নাম পাই যারা এই উপেক্ষিত নারী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখযোগ্য।

উপেক্ষিতা নারী চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমে উপেক্ষিতা কথার অর্থ কি তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। 'উপেক্ষিতা' অর্থ হল যাকে অবহেলা করা হয়েছে, অনাদৃত, অগ্রাহ্য করা হয়েছে এমন নারী। এটি উপেক্ষিতা শব্দের স্ত্রী বাচক রূপ, যা সাধারণত কোনো নারী চরিত্রকে উপেক্ষা করা বা প্রাপ্য গুরুত্ব না দেওয়ার ক্ষেত্রে সাহিত্যে বা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কাব্যে, উপন্যাসে এমন কতকগুলি চরিত্র পাই যাদের নিয়ে আলোচনা করা যায়, কিন্তু কাহিনী থেকে এদের বাদ পড়া নিয়ে পাঠক মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই জাগে না, তাই এরা কাব্যে কেউই উপেক্ষিতা নয়। প্রতিক্রিয়া জাগে তবে কোন চরিত্রদের নিয়ে? রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই বলে দিয়েছেন, প্রকৃতি ও অভিরুচি ভেদে পাঠকে পাঠকে তাতে ভিন্নতা দেখা দেবে: "**কবি পরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন, তাহা পাঠক বিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে**"। প্রাচীন সাহিত্যে উপেক্ষিতা নারী বলতে মূলত রামায়ণ, মহাভারত বা কালিদাসের কাব্যের সেইসব নারী চরিত্রকে বোঝায়, যারা মহাকাব্যের মূল

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ধারায় থেকেও আড়ালে পড়ে গেছেন। যেমন ঊর্মিলা, অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা, পত্রলেখার মতো চরিত্রের প্রতি উপেক্ষার কথা বলা হয়েছে। এই নারীরা স্বামী বা সংসারের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দিলেও কাব্যিক বর্ণনায় খুব কমই স্থান পেয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেসব সুপরিচিত উপেক্ষিত নারী চরিত্র পাই বা উপেক্ষিতা বলে মনে হয়েছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

মূল আলোচনা

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, ভারতের আদিকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে রামের সমসাময়িক তথার এই মহাকাব্যের অন্যতম চরিত্র ঋষি বাল্মীকি স্বয়ং এই মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণের মূল পাঠটি বাল্মীকি রামায়ণ নামে পরিচিত; এই গ্রন্থের রচনাকাল আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, রামায়ণ উপাখ্যানের পটভূমি ত্রেতাযুগ নামে পরিচিতি।

বর্তমানে সুলভ বাল্মীকি রামায়ণের সংস্করণটি মোটামুটি ৫০,০০০ পংক্তি সংকলিত। কয়েক হাজার আংশিক ও সম্পূর্ণ পুঁথিটি খ্রিষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে লিখিত হয়। এই গ্রন্থটি বৈদিক শাস্ত্রের স্মৃতি বর্গের অন্তর্গত। এই 'রামায়ণ' নামটি রাম ও অয়ন শব্দ দুটি নিয়ে গঠিত একটি তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ, যার আক্ষরিক অর্থ শ্রী রামের যাত্রা। রামায়ণে ৭ টি কাণ্ড ও ৫০০ টি সর্গে বিভক্ত ২৪,০০০ শ্লোকের সমষ্টি। এই কাব্যের মূল উপজীব্য হল বিষ্ণুর অবতার রামের জীবনকাহিনী।

রামের ছোটো ভাই লক্ষ্মণ, যিনি অযোধ্যার রানী সুমিত্রা এবং রাজা দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রতি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন এবং সমগ্র রামায়ণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঊর্মিলা ছিলেন মিথিলা রাজা জনক এবং রানী সুনয়নার কন্যা ও সীতার ছোট বোন। রাম - সীতা এবং লক্ষ্মণ - ঊর্মিলা উভয় দম্পতিই সীতা স্বয়ংবরের সময় একই দিনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। যখন রামকে ১৪ বছরের জন্য বনবাসে পাঠানো হয়েছিল, তখন লক্ষ্মণ তাঁর সাথে যেতে চেয়েছিলেন। তবে ঊর্মিলা অযোধ্যায় থেকে গিয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্মণের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য জোর দিতে পারতেন কিন্তু তিনি করেননি, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে রামের প্রতি লক্ষ্মণের কর্তব্য তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের আগে। ঊর্মিলার ভূমিকা ছিল নীরব ত্যাগের মতো, তিনি অভিযোগ করেননি বা মনোযোগ আকর্ষণ করেননি। তিনি সম্ভবত রামায়ণের মহান মহাকাব্যের সবচেয়ে অখ্যাত নায়িকা দের একটি বড় অংশ, একজন অনুপস্থিত স্বামীর কাছে উৎসর্গ করেছিলেন এবং সেই সময়কালে একটি ধর্মপ্রাণ জীবন যাপন করেছিলেন। স্বামীর প্রতি ঊর্মিলার নিষ্ঠা লক্ষ্মণকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছিল। ঊর্মিলা সম্পর্কে বলা হয় যে তাঁর শক্তির কারণেই কেবল লক্ষ্মণ মেঘনাদকে হত্যা করতে পেরেছিলেন। রামায়ণ অনুসারে, মেঘনাদ তপস্যা করে বর পেয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ঘুমায়নি, তাকে হত্যা করতে পারে। লক্ষ্মণ ঘুমকে জয় করেছিলেন বলেই তিনি রাবণের পুত্র মেঘনাদকে বধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঊর্মিলার তপস্যা এক ত্যাগের চেয়ে কম কিছু নয়।পুত্রবধূ হিসেবে ঊর্মিলা দায়িত্বের সথে তার কর্তব্য পালন করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাস তাঁর ত্যাগকে উপেক্ষা করেছে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— **"ঊর্মিলা চিরবধূ - নির্বাক কুণ্ঠিতা নিঃশব্দ চারিণী"।**

সংস্কৃত কাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী হলেন অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা। মহাকবি কালিদাস বিরচিত বিশ্ববিশ্রুত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে এই দুটি চরিত্র আমরা পাই। এই নাটকটি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে পরিগণিত। এটি সপ্তম অঙ্ক বিশিষ্ট। মহাভারতে বর্ণিত হস্তিনাপুর রাজা দুষ্মন্ত ও আশ্রম বালিকা বিশ্বামিত্র কন্যা শকুন্তলার প্রণয় ও পরিণয় কাহিনীই এই নাটকের মুখ্য উপজীব্য। মহাকবি নাটকীয় মুখ্য চরিত্র গুলির মত গৌণ চরিত্র সমূহকেও দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। আলোচ্য নাটকে উপস্থাপিত গৌণ চরিত্র সমূহের মধ্যে অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্র কালিদাসের নিজস্ব সৃষ্টি। আলোচ্য নাটকটির নায়িকা শকুন্তলা। ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং স্বর্গের অপ্সরা মেনকার গর্ভে তার জন্ম। জন্মাবধি সে পিতামাতার পরিত্যক্তা। শিশু বয়স থেকেই সে মালিনী নদীর তীরে তপোবন আশ্রমে কুলপতি মহর্ষি কন্বের ছত্রছায়ায় পালিতা এবং এরা শকুন্তলার প্রায় সমবয়সী এবং একত্র সহাবস্থানের দরুন তিনজনের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একা শকুন্তলা, শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ; শকুন্তলার অধিকাংশই অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। এই দুই সখীকে বাদ দিলে যে শকুন্তলা, সে শকুন্তলাকে খণ্ডিতা বলেছেন। আমরা দেখি যে নাটকের প্রারম্ভ থেকে শকুন্তলার সাথী হয়েছে আশ্রমের জল সেচন হোক বা পূজার সামগ্রীই

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

হোক তা একক ভাবে না করে তিন বান্ধবীতে করেছে। রাজার সাথে একান্তে আলাপের সুযোগ করে দেওয়াই কিংবা শকুন্তলা মদনানলে পীড়িত হলে রাজার সঙ্গে বেতস্কুঞ্জের মিলনের ব্যবস্থাই হোক সমস্ত কাজে তারা প্রিয় সখীর পাশেই থেকেছে। পতি বিরহে কাতর শকুন্তলার বিদায় বেলায় প্রিয়ংবদা আপন ভগিনীর মতো শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। চোখের জল বাগ মানেনি, অঝোরে কেঁদে ফেলেছে, ছল ছল চোখে শকুন্তলাকে বিদায় জানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন সাহিত্যে 'কাব্যে উপেক্ষিতা' শীর্ষক গভীর মননশীল অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের শকুন্তলার দুই প্রিয় সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা সম্পর্কে বলেছেন, **"কাব্য সংসারে এমন দুই একটি রমণী আছে, যারা কবি কর্তৃক সম্পূর্ন উপেক্ষিত হইয়া ও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাত কৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থান সংকোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।"** তারা সারাজীবন শকুন্তলার সেবায় আত্মত্যাগ করলেও শকুন্তলার দুঃখ - সুখ বা রাজসভায় স্বীকৃতির কোনো পর্যায়েই তাদের ভূমিকা রাখা হয়নি। শকুন্তলার বিদায়ের পর তারা তপস্বিনী হিসেবে আশ্রমে রয়ে যায়, শকুন্তলার মতো রাজরানী হওয়ার সুযোগ তাদের ভাগ্যে জোটেনি। বরং নাটকের শেষে তাদের বিস্মৃতপ্রায় রাখা হয়েছে। নাটকের শেষে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের পুনর্মিলন হলেও তাদের মিলনে অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার কোনো অবদান রাখা হয়নি। নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল শকুন্তলার সুখ সৌন্দর্য্য গৌরব মহিমা বৃদ্ধি করবার জন্যই এই দুটি লাবণ্য প্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিবে।

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে এর পরে যে উপেক্ষিতা নারী চরিত্রটি পাই তা হলো বাণভট্টের 'কাদম্বরী' সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম রোমান্স উপন্যাসের পত্রলেখা। কবিত্ব কল্পনার নানা ঐশ্বর্য, প্রেমের অসীম মাধুরী ও অপরিমেয় হৃদয় বেদনা এবং নিপুণ রূপসৃষ্ট ও সৌন্দর্য বিকাশের সার্থক দৃষ্টান্তের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এ গদ্য গ্রন্থের স্থান খুবই উঁচুতে। সাহিত্যিক গদ্যভঙ্গীর চরম পরীক্ষা ও চূড়ান্ত সিদ্ধি ঘটেছে কাদম্বরীতে। কথাসড়িৎসাগরে বর্ণিত রাজা সুমনসেনের কাহিনী অবলম্বনে কাদম্বরীর আখ্যাণভাগ বিন্যস্ত। নায়িকা কাদম্বরীর তিন জন্মের বৃত্তান্ত অবলম্বনে পূর্বোক্ত কাহিনীই নবরূপে পরিকল্পিত। এই উপন্যাসে পত্রলেখা চরিত্রটি চন্দ্রাপীড়ের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য, প্রেম ও সেবার এক অনন্য নিদর্শন। যুবরাজ চন্দ্রাপীড় তাঁর মা মহাদেবী বিলাসবতীর নির্দেশে পরাজিত কুলূতেশ্বরের বন্দিনী কন্যা পত্রলেখাকে বিশ্বস্ত সহচরী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ইনি কুলূতদেশীয় রাজার দুহিতা, মহারাজ কুলূত রাজধানী জয় করিয়া এই কন্যাকে বন্দী করিয়া আনেন ও অন্তঃপুরে পরিচারিকার মধ্যে নিবেশিত করেন। পত্রলেখার দর্শন মাত্রেই সে আনন্দিত হত, তার সমস্ত বিশ্বাস কার্যে তাকে সঙ্গে রাখত। পত্রলেখা ও প্রথম দিন থেকেই যুবরাজ চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সেবাপরায়ন হইল। রাজকুমার তাহার গুণে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া দিন দিন নব নব অনুরাগ প্রকাশ করতে লাগলেন। চন্দ্রাপীড়ের বিয়ে হলেও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরীও পত্রলেখার প্রতি ইর্ষান্বিত হয়নি। কারণ চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে পত্রলেখার সম্বন্ধের স্বরূপ সে জানত। পত্রলেখাকে সে প্রিয়সখী হিসাবে গ্রহণ করে। বাণভট্ট এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করার সময় তার প্রতি দৃকপাত করেননি, তিনি চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরী চরিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছেন, তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিযোগ করে বলেছেন — **"পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনী ও নহে, কিংকরী ও নহে পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়? নবযৌবন কুমার কুমারীদের মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাঁধটুকু ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন?"** কবি এই সম্বন্ধটি অপূর্ব সুমধুর করে তুলেছেন, যেখানে এই দুটি তরুণ - তরুণীর মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা এবং সন্দেহের দোদুল্যমান স্নিগ্ধ ছায়াটুকুমাত্র নেই, অন্যত্র স্ত্রী - পুরুষ পরস্পর সমীপবর্তী হলে স্বভাবতই যে একটি সংকোচ বোধ জাগে, এখানে ইহাদের মধ্যে সেটুকুও নেই। শিবিরে রাত্রিকালে চন্দ্রাপীড় যখন নিজ শয্যার অনতিদূরে শয়ন নিষণ্ণ পুরুষ সখা বৈশম্পায়নের সাথে আলাপ করেন। তখন নিকটে ক্ষিতিতল বিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা ও প্রসূপ্ত থাকে। বাণভট্ট এই চরিত্রটিকে নারীর পক্ষে যেমন হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি করেই গড়েছেন। বাণভট্ট এখানে সর্বোপরি নিজ ভাব মাধুর্যে এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন। কাহিনী শেষে দেখতে পাই, কেয়ূরকের কাছে কাদম্বরীর জীবনহানির আশঙ্কা শুনে চন্দ্রাপীড় কেয়ূরক, মেঘনাদ ও পত্রলেখাকে প্রিয়তমার সকাশে প্রেরণ করলেন। প্রিয় বন্ধুর এমন করুন পরিণতির কাহিনী শুনে চন্দ্রাপীড় ও দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। পরিচারিকা পত্রলেখা ও বাহন ইন্দ্রায়ুধ প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পেরে অচ্ছদ সরোবরের জলে ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু বরণ করলেন।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

এই উপন্যাসে চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেমের পাশাপাশি পত্রলেখার যে চরিত্র চিত্রণ উপন্যাসের প্রায় অধিকাংশ জায়গাতেই তাকে পাওয়া গেছে। শেষে তাকে মৃত্যুবরণ করতেও দেখা গেছে তবু ও কবি যেন এই চরিত্র টিকে যথাযথ প্রাপ্য মান দেননি। এখানে নারীর অধিকারের পূর্ণতা প্রকাশ পায়নি। কারণ, কবি যদি আশঙ্কা, সংশয়ের ও লেশ মাত্র স্থান রাখিতেন তবে সেটা আমরা পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি কথঞ্চিৎ সন্মান বলিয়া গ্রহণ করিতাম। তাই কবি পত্রলেখা চরিত্রটিকে উপেক্ষিত বলেছেন, তাই তার প্রত্যেকটি অভিযোগ যথার্থ, দুটি পূর্নযৌবন নারী পুরুষ অহরহ পাশাপাশি থাকবে, এতে তার প্রণয়িনী কোনো আপত্তি হয়নি এবং তাদের মধ্যে সামান্যতম চিত্তচাঞ্চল্য ও ঘটবে না, এ অসম্ভব এমন সম্পর্ক কল্পনা করে বাণভট্ট তার লোক চরিত্র জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে একটি আবেগ তাড়িত কল্পনার হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন তা অস্বীকার করা যায় না।

উপসংহার

সমগ্র দিক থেকে বিশ্লেষণ করে আমরা পাই যে, কাব্যে উপেক্ষিতায় কবি যে চরিত্র গুলি কে উপেক্ষিত বলে ধার্য করেছেন, তারা প্রত্যেকেই স্ব - মহিমায় প্রস্ফুটিত হয়েছে। এই চরিত্র গুলি ছাড়া কাব্য হয়তো পরিপূর্ণ লাভ হতনা। এই চরিত্রগুলি নিঃশব্দে চরম ত্যাগ ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। যথার্থ অর্থে কাব্যে ঊর্মিলা চরিত্রটিকে কাব্যে আমরা একটি বার মাত্র পাই, তবুও তাঁর চরিত্রের যে মাহাত্ম্য সেটাকে তুলে ধরা হয়েছে, কাব্যে না থেকেও পুরুষ নায়ক দের চরিত্রকে পূর্ণতা দিয়েছেন, এই উপেক্ষিতা নারী তার নীরব ত্যাগের মাধ্যমেই কাব্যের মূল অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন, অন্যদিকে অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা চরিত্রটি উপস্থিতি রয়েছে ষষ্ঠ অঙ্কের চারটি অঙ্কে, যেখানে এই দুটি চরিত্র ছাড়া শকুন্তলা চরিত্রটি অচল, তারা না থাকলে তার চরিত্রের মাহাত্ম্য ফোটানো সম্ভব হতনা, কারণ শকুন্তলা যখন রাজসভায় শকুন্তলার পরিচয় প্রদানের সময় তাদের অনুপস্থিতির কারণেই রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি, যা তাদের এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েও নাটকে মনে হয় যে তাদের কিছুটা উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু ত্যাগের মাধ্যমেই তিনি কাব্যের মূল অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন। অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা ছাড়া শকুন্তলা চরিত্রটি অচল, কিন্তু পত্রলেখা চরিত্রটি কাব্যে আগাগোড়াই উপস্থিত, ঊর্মিলা, অনুসূয়া - প্রিয়ংবদাকে যেভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে, সেভাবে পত্রলেখাকে উপেক্ষা করা হয়নি। তবু ও বাণভট্ট এই চরিত্রকে যথাযথ প্রাপ্য মান দেননি। এখানে পত্রলেখার চরিত্র ন্যায়কেই বিসর্জন করা হয়েছে। কবির মতে, রামায়ণে লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলার ত্যাগের কথা সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত বলে মনে হয়েছে, অথচ তিনি সীতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। অতএব, পত্রলেখা চরিত্রের প্রতি যে উপেক্ষা এবং ঊর্মিলা চরিত্রের প্রতি উপেক্ষার চরিত্র আদৌ সমগোত্রীয় নয়।

গ্রন্থসূচী

তর্করত্ন, তারাশঙ্কর, কাদম্বরী। প্রকাশক - শ্রী অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়,এ মুখার্জী এন্ড কোং প্রাইভেট লি: ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা -১২, ১৩৬৭

শাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণমোহন। কাদম্বরী, চন্দ্রকলা- বিদ্যোতিনি। চৌখাম্ভা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ১৯৮২

বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র, শকুন্তলা, কলকাতা, ১৯১১

রায়, বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার। অভিজ্ঞান শকুন্তলা, কলকাতা, ১২৬২

পরিব্রাজক, স্বামী ব্রহ্মমুনি। রামায়ণ দর্পণ। অনুবাদক শ্রী সতীশ চন্দ্র মন্ডল, প্রকাশক - আর্য সাহিত্য প্রচার ট্রাস্ট, ২০২৪

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। প্রাচীন সাহিত্য। প্রকাশক- অমৃত সেন, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, ১৩১৪

ওঝা, কৃত্তিবাস। রামায়ণ (আদিকান্ড)। প্রকাশক- পি.সি. লাহিড়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬

All rights reserved. © 2026